সংবাদ

তারিখ 29 OCT 2017
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এই সাম্প্রদায়িক শিক্ষক এখনও বহাল কেন

তদন্ত কমিটি গঠন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে ভর্তি পরীক্ষায় ধর্মগ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রদায়িক মানসিকতা থেকেই এমন প্রশ্ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠেছে এবং প্রশ্নকারী শিক্ষকের এখনও বহাল থাকা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তবে সাম্প্রদায়িকতার কথা মানতে রাজি নন অনুষদের ডিন মোস্তাফিজুর রহমান। তার মতে, এ ধরনের প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া ঠিক হয়নি। তবে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা থেকে এমন প্রশ্ন করা হয়নি।

প্রসঙ্গত/ রাজশাহী : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

রাজশাহী : বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গত বুধবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আই' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় দুই নম্বর সেট কোডের ৭৬ নম্বর একটি প্রশ্নে ছিল, 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম কি?' এর চারটি বিকল্প উত্তর হিসেবে লেখা রয়েছে পবিত্র কোরআন শরিফ, পবিত্র বাইবেল, পবিত্র ইঞ্জিল ও গীতা। গীতার আগে 'পবিত্র'ও লেখা হয়নি। শুধু তাই নয়, 'মুসলমান রোহিঙ্গাদের ওপর মায়ানমারের সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা সশস্ত্র হামলা চালায় কত তারিখে?' এমন প্রশ্নও ছিল ওই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে।

এমন প্রশ্নের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে মোস্তাফিজুর রহমান দৈনিক সংবাদকে বলেন, শিল্পকলার সৃষ্টি হয়েছে ধর্মীয় এবং জাদু বিশ্বাসের ওপর বেইস করে। সভ্যতার ইতিহাস অধ্যায়ে এরকম প্রশ্ন আমাদের থাকে। এগুলো পড়ানো হয় তো, সে কারণে। এটাকে জেনারালাইজ করা হয়নি। সব জাতির ধর্ম আছে। সবাই তার ধর্মের ওপর ভিত্তি করে কৃষ্টি-কালচার করে। সভ্যতার ইতিহাসের ওই অধ্যায়টা সবার কাছে তেমন পরিচিত নয়। সেকারণেই হয়তো এমনটা মনে হচ্ছে। প্রশ্নটি অমূলক নয়। প্রশ্নটি যথার্থভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। তবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে এমন প্রশ্ন করা হয়েছে তা সঠিক নয়। সাম্প্রদায়িক হলে তো শিল্পী হওয়া যায় না।

তিনি বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে গভীর রাতে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপানো হয়। ছাপার শেষ পর্যায়ে আমি ছাপাখানায় যাই। সেখানেই বিষয়টি আমার নজরে আসে। তবে ততক্ষণে প্রশ্নপত্র ছাপার প্রায় শেষ পর্যায়। পুনরায় ছাপানো বা সংশোধনের সুযোগ ছিল না। তাই ওই প্রশ্নেই পরীক্ষা নিতে হয়েছে। কিন্তু সকালে কন্ট্রোল রুমে নির্দেশ দেয়া হয় পরীক্ষার্থীরা ওই দুটি প্রশ্ন সম্পর্কে জানতে চাইলে তাদের যেন জানানো হয় ওই দুই প্রশ্নের নম্বর দিয়ে দেয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, তিন বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং ডিন নিয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন কমিটি এই প্রশ্ন করেছে। প্রশ্ন আহ্বান করে পরে তা যাচাই-বাছাই করা হয়। আমার মনে হয় অসতর্কতার জন্যই এমনটি ঘটেছে।

আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, 'সাম্প্রদায়িক' প্রশ্নের অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুস সোবহান উপ-উপাচার্য আনন্দ কুমার সাহাকে প্রধান করে চার সদস্যের এই কমিটি গঠন করেন। কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন– ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. শহীদুল্লাহ, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক আবু বকর ইসমাইল, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম।

উপাচার্য অধ্যাপক আবদুস সোবহানের বরাত দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতরের প্রশাসক অধ্যাপক প্রভাষ কুমার কর্মকার বলেন, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে 'সাম্প্রদায়িক' প্রশ্নটি কিভাবে এবং কেন করা হয়েছিল তা তদন্ত করার জন্যই মূলত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে তদন্ত কমিটির প্রধান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনন্দ কুমার সাহা বলেন, 'আগামীকাল (রোববার) থেকে আমাদের তদন্ত কাজ শুরু হবে। তদন্তের জন্য আমাদের ১৫ দিন সময় দেয়া হয়েছে। আশা করছি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তদন্ত কাজ শেষ করা সম্ভব হবে।'